দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ২য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ২য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে পুরাতন হাউলী একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় পুরাতন হাউলী একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আবু বকর সিদ্দিক সাবেক ফুটবলারের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ০৮ নং জার্সি পরিহিত শাকিল কে।

প্রধান অতিথি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ১ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে উকতো একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় ট্রাইব্রিকারে দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-২গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা হাসিবুল ইসলামের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের গোল রক্ষক সোহান কে।

প্রধান অতিথি হাসিবুল ইসলাম বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস।

ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে পরাজয়ে যা বললেন মুশফিক

ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ।

এরই সঙ্গে ‘বাংলা ওয়াশ’ নামের সিরিজের সবকটি ম্যাচই হারল টাইগাররা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২১ রানে হারার পর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দুই দফায় হেরেছে তারা ৮ উইকেট ও ৪৮ রানে।

বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচের মতোই লড়াই করে হেরেছে বাংলাদেশ। আর সে বিষয়টি মাথায় রেখেই বিশ্বকাপের জন্য সাকিব বাহিনীকে শুভকামনা জানিয়ে রাখলেন মুশফিকুর রহিম।

তার মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সঠিক কম্বিনেশন পেতে ত্রিদেশীয় সিরিজে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হারের পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন মুশফিক। করেছেন সাকিব ও লিটন বন্দনা।

মুশফিক লিখেছেন, ‘আমাদের অধিনায়কের কাছে থেকে আবার দারুণ ব্যাটিং প্রদর্শন, তাকে অনুসরণ করেছেন ক্লাসি লিটন। যদিও আমরা হেরে গেছি কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা সঠিক সময়ে উন্নতি করছি এবং বাছাই করে দল গুছিয়ে নিচ্ছি। এখন শুধু দরকার তিন বিভাগের একসাথে একটি দিন ভালো করার। আসন্ন বিশ্বকাপে আমরা বিশেষ পারফরম্যান্স দেখতে পাব।
’

এশিয়া কাপের ব্যর্থতার পর দেশে ফিরেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মুশফিক। যে কারণে ত্রিদেশীয় সিরিজ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই এ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

দলের সঙ্গে না থাকলেও খেলা ঠিকই উপভোগ করছেন ‘পঞ্চপাণ্ডব’ তারকা।

সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর উদ্যোগে নারী ফুটবলার নীলাকে সংবর্ধনা

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নীলাকে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় নীলার হাতে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেন সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম সোহানসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম সোহান বলেন, নীলা আমাদের কুষ্টিয়ার সন্তান হিসেবে আমরা গর্ব করতেই পারি। নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দলের হয়ে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি কুষ্টিয়ার এ কির্তিমান নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে সম্মাননা জানাতে পেরে আমাদের এ প্রতিষ্ঠান ধন্য। এমন কৃতি সন্তান আরও গড়ে উঠুক আমাদের এই জেলা থেকে। আমরা নীলার আরও সাফল্য কামনা করি।

সংবর্ধিত হয়ে নীলা বলেন, এবার আমি কুষ্টিয়াবাসীর কাছ থেকে অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। তিনি বলেন, ‘যেদিন থেকে জাতীয় দলে খেলছি সেদিন থেকেই সাফজয়ী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। আমি সবার কাছে দোয়া চাই। যেন দেশকে আরও সম্মানিত করতে পারি।’

প্রসঙ্গত, সোহান’স বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইন্জিনিয়ারিং

ভর্তির স্পেশাল প্রাইভেট প্রোগ্রামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুষ্টিয়ায় সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

কুষ্টিয়ায় চলছে তিন দিনব্যাপী লাঠি খেলা উৎসব

কুষ্টিয়ায় চলছে তিন দিনব্যাপী লাঠিখেলা। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শতাধীক লিাঠয়ালদের নিয়ে এ উৎসব আজ মঙ্গলবার সমাপনী ঘটবে। তবে দিন গড়িয়ে রাতেও চলবে এ লাঠিখেলা উৎসবের।

ঢাক, ঢোল আর কাঁসার ঘণ্টার শব্দে চারপাশ উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাদ্যের তালে নেচে নেচে লাঠি খেলে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে লাঠিয়ালরা। তারপরই চলে লাঠির কসরত। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা ও তাকে আঘাত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাঠিয়ালরা। এসব দৃশ্য দেখে আগত দর্শকরাও করতালির মাধ্যমে উৎসাহ যোগায় খেলোয়াড়দের।

কখনও খেলা চলেছে দুজনে, কখনো আবার দলবদ্ধভাবে। ছিলেন যেমন প্রবীণ সর্দার, ছিলেন নবীনও। অপরূপ এসব কৌশল মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করেছে। বাঁশের তৈরি লাঠি ছাড়াও পুরো বাঁশ দিয়েও খেলার কৌশল দেখান অনেক ওস্তাদ।

হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিয়মিত এই ধরনের আয়োজন করার দাবি করেন দর্শকরা।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট গ্রাম। এ গ্রামেরই ইউনুস মাহমুদ অর্পণ নামের ব্যক্তির প্রচেষ্টায় চতুর্থ বারের মতো তিন দিনের এ লাঠি খেলা উৎসবের আয়োজন করে।

তিনি জানান, বাংলাদেশে ইতিহাস-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাঙালির রক্তে মিশে ছিল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা, যা কালের বিবর্তনে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছে ছিলো এসব লাঠিখেলা টিকিয়ে রাখতে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এজন্যই আমি চেষ্টা করি প্রতি

বছর তাদের একত্রিত করে তিনদিনের এ উৎসবের আয়োজন করতে। স্থানীয়দের সহযোগীতায় লাঠিখেলার পাশাপাশি গ্রামীণ ঐতিহ্য নিয়ে ছিলো কলাপাতায় খানাপিনা। তবে এ ধারা অব্যহত রাখতে আমি প্রতিবছর এ লাঠিখেলার আয়োজন করবো বলেও জানান তিনি।

ওস্তাদ জানার উদ্দিন বলেন, এই লাঠি খেলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার বাবা ও দাদা এক সময় লাঠি খেলতেন, সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

কোরবান আলী নামের আরেক ওস্তাদ জানান, লাঠিখেলা দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। তবে আধুনিক খেলাধুলার ভীড়ে এই ঐতিহ্যবাহী খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। সবার সম্মিলিত উদ্যোগে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

জামাল নামের এক লাঠিয়াল জানান, এটা নিছক একটি খেলা নয়। এর থেকে আত্মরক্ষার কৌশলও শেখা যায়।

দর্শক শাহরিয়ার ইমন রুবেল জানান, লাঠিখেলা শুরুর আগে প্রতিটি দলই শারীরিক নানা কসরত দেখায়। নানা কৌশলে লাঠি ঘোরানো হয়। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করা সবই ছিল ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে।

প্রসঙ্গত, লাঠিখেলা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী গোল্ডেন সোর্ড ১৯৩৩ সালে বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী তৈরি করেন। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী প্রথমে নিখিল বাংলা লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। পরে এর নাম হয় বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী।’ যেটির সদর দপ্তর হিসেবে এই কুষ্টিয়া বিেবিচত হয়।

এশিয়া কাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়

কপাল পুড়ল বাংলাদেশের। বৃষ্টিতে আরব আমিরাতের সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছে বর্তমান

চ্যাম্পিয়নদের। অথচ আরব আমিরাতের বিপক্ষে জিতলেই নিশ্চিত হতো এশিয়া কাপে জাহানার-নিগারদের সেমিফাইনাল। বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-আমিরাতের ম্যাচের টসটাও হলো না। ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর পরিত্যক্তই হলো ম্যাচটি। তাতেই এশিয়া কাপ থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময় সাড়ে ৮টায় টসই হয়নি। স্টেডিয়াম এলাকার আকাশ কালো মেঘে ডেকে যায়। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় উভয় দল এক পয়েন্ট করে পেয়েছে। ৬ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৫। এক পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে উঠে গেছে থাইল্যান্ড।

বাংলাদেশের সামনে সেমিফাইনালের সমীকরণটা এমন ছিল- বাংলাদেশ জিতলে আজ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে। এ ছাড়া আর যে কোনো ফলে থাইল্যান্ড চলে যাবে শেষ চারে।

বাংলাদেশের জন্য সমীকরণ পূরণ করাটা কঠিন কিছু ছিল না। কেননা আরব আমিরাত নারী টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ের ১৫তম দল, যারা কিনা এবারের এশিয়া কাপে জিতেছে মোটে একটি ম্যাচে, তাদের নিজেদের মাঠে সহজেই হারানোর কথা নিগার সুলতানার দলের। সকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মাঠে চলে আসেন আরব আমিরাতের মেয়েরা। তবে প্রবল বজ্রপাতের মুহূর্তে দৌড়ে আবার ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়েন তারা।

৮ পয়েন্ট নিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা ইতোমধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে থাইল্যান্ড পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে আছে। বাংলাদেশ ৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে পাঁচ নম্বরে। আজকে ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জয় পেলে তাদেরও পয়েন্ট হতো ৬। সে ক্ষেত্রে নেট রানরেটে অনেকখানি এগিয়ে থেকেই চতুর্থ দল হিসেবে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করত।

এখনও সুযোগ আছে বাংলাদেশের মেয়েদের

ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ। অথচ মাঠের পারফরম্যান্সে মনেই হচ্ছেনা নিগার সুলতানার নেতৃত্বাধীন দলটি নিজেদের চেনা কন্ডিশনে খেলছে।

আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে মিশন শুরু হয় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ৭০/৮ রানে ইনিংস গুটানো বাংলাদেশ হেরে যায় ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে ১২৯ রান করে ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে জয় পায় বাংলাদেশ।

তিন ম্যাচে দুই জয়ের পর নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১৬০ রান তাড়ায় বাংলাদেশ হেরে যায় ৫৯ রানে।

সোমবার পঞ্চম ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে ডিএল মেথডে ৪২ বলে মাত্র ৪১ রান তাড়ায় বাংলাদেশ হারে ৩ রানের ব্যবধানে।

এই পরাজয়ে সেমিফাইনালে খেলার পথ কঠিন হয়ে যায় বাংলাদেশের। নিগার সুলতানাদের তাকিয়ে থাকতে হয় ভারত-থাইল্যান্ড ম্যাচের দিকে।

তবে সুখবর হলো সোমবার দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একক আধিপত্য বিস্তার করেই জয় লাভ করে ভারত। ভারতের এই জয়ে সুবিধাই হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ দলের জন্য।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচে আমিরাতের বিপক্ষে জয় পেলে থাইল্যান্ডের মতো ৬ ম্যাচে বাংলাদেশেরও পয়েন্ট সমান ৬ হবে। তখন রান রেটে এগিয়ে থাকার সুবাদে বাংলাদেশ চলে যাবে সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা।

তবে কোনো কারণে মঙ্গলবার বাংলাদেশ যদি নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে হেরে যায় তাহলে টুর্নামেন্টের স্বাগতিক হয়েও সেমিফাইনালের আগেই দর্শক হয়ে যাবে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে ৩ পরিবর্তন

ক্রাইস্টচার্চে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার মিশনে এ ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই টাইগারদের সামনে।

পাশাপাশি এমন ম্যাচে নিজেদের উন্নতিও ফুটিয়ে তুলতে মরিয়া সোহান-লিটনরা।

ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে না খেলা অধিনায়ক সাকিব আল হাসান অনুমতিভাবে ফিরলেন দলে।

প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২১ রানে হেরে গেছে বাংলাদেশ। সেজন্য আজ একাদশে ৩ পরিবর্তন নিয়ে নামছে টাইগাররা।

ভ্রমণক্লান্তির দরুন প্রথম ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশ দলের নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। অবধারিতভাবেই আজ খেলছেন তিনি। নুরুল হাসান সোহানের কাঁধে থাকা নেতৃত্ব তুলে নিলেন নিজে কাঁধে।

অধিনায়ক সাকিবের সঙ্গে একাদশে এসেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও শরিফুল ইসলাম।

এই তিনজনকে জায়গা দিতে বাদ পড়েছেন সাব্বির রহমান, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

বাংলাদেশ একাদশ:

সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), নুরুল হাসান সোহান, আফিফ হোসেন, লিটন দাস, মোসাদ্দেক হোসেন, ইয়াসির আলি চৌধুরি, হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায় জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য

ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

কাউকে জবাবদিহি করতে এখানে আসিনি: রিজওয়ান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই ফর্মে আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। এরপর ঘরের মাঠেও দারুণ পারফর্ম করলেন। সেই ধারাবাহিকতা রাখলেন নিউজিল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচেও।

এদিন বাংলাদেশের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে ৫০ বলে অপরাজিত ৭৮ রানের ইনিংস খেলেছেন পাকিস্তানের এ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

এরই সঙ্গে তিন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন এ ওপেনার। আর শুক্রবার বাংলাদেশকে হারিয়েই সমালোচকদের একহাত নিলেন রিজওয়ান।

এ উইকেটকিপার-ব্যাটারের সাফ জানিয়ে দিলেন, তারা কাউকে জবাবদিহি করার জন্য দেশের হয়ে খেলেন না।

ক্ষোভের সুরে রিজওয়ান বললেন, ‘কাউকে জবাবদিহি করা জন্য আমরা এখানে আসিনি। ক্রিকেট খেলাটাই আমাদের কাজ এবং আমরা সেটাই করছি। যারা প্রশ্ন করছেন, তারা পাকিস্তানের ভালোর জন্য ভাবলে স্বাগত জানাই। পাকিস্তানের জন্য আমাদের ভাবনাও ইতিবাচক। আশা করি, তারাও আমাদের দলের প্রতি যত্নশীল হবেন।’

কথাগুলো যে নিজ দেশের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামকেও উদ্দেশ্য করে বলেছেন রিজওয়ান, তা বুঝতে অসুবিধা হবে না ক্রিকেটভক্তদের।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারের পর পাকিস্তান দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ ইউসুফকে প্রশ্ন করেন ওয়াসিম আকরাম, ‘মাঠের সবদিকে, ৩৬০ ডিগ্রি এলাকায় শট নিতে বললে

হবে না। সেটা কঠিন। অন্তত ১৮০ ডিগ্রি এলাকায় কেন শট নিতে পারবে না ব্যাটাররা? তুমি কি ওদের সেই অনুশীলন করাও না? তুমি যদি ওদের অনুশীলন করাও, তাহলে কেন ওরা ম্যাচে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারছে না?’

এবার টি-টোয়েন্টির শীর্ষ ব্যাটার বললেন, ‘আমরা সকলেই চেষ্টা করছি। ক্রিকেটার বা দল পরিচালন কমিটির সকলেই চেষ্টা করছে। নিজেদের দুর্বলতাগুলো নির্দিষ্ট করে কাজ করছি। আমরা সকলেই মানুষ। আমরা মনে হচ্ছে আমাদের খানিকটা উন্নতিও হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপে দলের মিডলঅর্ডার ব্যাটারদের হতাশাজনক পারফরম্যান্স, ওপেনিংয়ে মন্থর গতির ব্যাটিং ও বাবর-রিজওয়ানের কম স্ট্রাইকরেট, ফাইনালে শ্রীলংকার বিপক্ষে হার – এসব নিয়ে তুমুল সমালোচনায় বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তান দল।

এরপর লাহোরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হলে সেই সমালোচনা আরও তীব্রতর হয়। পাকিস্তানের সমর্থকরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে তুমুলভাবেই। তারা খুশদিল শাহের বিরুদ্ধে স্লোগানও তুলে।

এসব সমালোচনার বিপরীতে পাকিস্তান অধিনায়ক কিছু না বললেও এবার মুখ খুললেন ওপেনিংয়ে তার সতীর্থ রিজওয়ান।